কৌরব অনলাইন ৬৬
৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫

অনিন্দিতা গুপ্তরায়ের কবিতা

নভেম্বরের কবিতা

এক

ছেঁড়াখোঁড়া দিনরাত জুড়তে জুড়তে যে মানচিত্র গড়ে উঠল, তার নিজস্ব রঙ যা হওয়ার তাইই। অন্ধকারে লোফালুফি খেলার ছাপ, অস্পষ্ট রক্তের দাগ ও জারুল ফুলের মৃদু আভা। নেভানো বাতিদানের পাশে হাঁটুমুড়ে প্রার্থনায় বসেছ। আগুন খুঁজে পাচ্ছ না। শরীরে জলতরঙ্গের মত বাজছে কান্নার আওয়াজ, তাকে ছাপিয়ে সাইরেন। যুদ্ধবিরতির গল্পে মৃত শিশু ও থ্যাঁতলানো নাভি। উদযাপনের পর গরম হাতরুটি প্রেমিকের নরম হাতের মত। অসহ্য খিদের বদলে একটা পৃথিবী তাকে লিখে দিতে চাইছিল কেউ। মাংস বিনিময় ছাড়াই। সেই সময় আলো জ্বলে উঠল। আলোর ভিতর সমস্ত অচেনা হয়ে উঠল ক্রমশই…ঘর ও রাস্তার মাঝখানে কোনও ফিরে আসা নিজেকে লিখছে…

দুই

ব্যবহৃত যে কোনও কিছুই মৃত্যুর প্রতিশব্দ হয়ে উঠতে পারে

বেঁচে থাকারও…

কোন খেলায় কোন পক্ষ নির্ধারিত বলে মেনে নেবে, এইসব কূট তর্কে সন্ধ্যা ভারি করে তোলা কোলাহল অভ্যেসে ঢুকে আসছে। অপ্রস্তুত আঘাতের দিকে উদাসীন হতে দ্বিপদ জীবন শেখেনি। চেনা পরিচিত উপমার বাইরে একটা বরফের দেওয়াল ক্রমশই বড়ো হয়ে উঠছে। তার উল্টোদিকে রোগশয্যার শীত। আসন্ন বড়দিন ও ছোট হয়ে আসা রোদের কাহিনী। পায়ের শব্দ কোথাও থাকে না। ধুলো বা বালিতে। চিহ্নও কি থাকে কিছু …! এ সব ভেবে দরজা খুলব কি খুলব না ভাবতে ভাবতেই ঘন্টা বেজে ওঠে। ঘুমের ভিতর।

তিন

সমস্ত রাত পায়রাগুলোর বকমবক,

ভাঙা পাইপ থেকে জল পড়ার শব্দ

কুকুরের ছদ্মবেশে কার যেন কেঁদে ওঠা রাস্তায়।

চার দেওয়ালের উষ্ণতা আচমকা অপরাধী করে তোলে মধ্যরাত

ছাদের বর্গক্ষেত্রে সোজা সোজা দেওয়াল সভ্যতার সমানুপাতিক---

পরিচিত পৃথিবী বলে যা জানা তা ঠিক ততোটাই অচেনা আসলে

অনিন্দিতা গুপ্ত রায় উত্তরবঙ্গের বাংলা কবিতার এক অতি পরিচিত নাম। জন্ম মালদা শহরে। গত পঁচিশ বছর কর্মসূত্রে জলপাইগুড়ির স্থায়ী বাসিন্দা। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রী অনিন্দিতার লেখালেখির শুরু ১৯৯০-য়ের শুরুতে। কবিতা, গদ্য, অনুবাদ ও ছোটগল্প মিলিয়ে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা তেরোটি। অনিন্দিতা পেশায় শিক্ষক ও নেশায় পাঠক---এ জীবন ও সংলগ্ন যাবতীয় কিছুর। কৌরব অনলাইনের 'কুণ্ডলীকবিতা প্রকল্পে' অংশ নিয়েছিলেন কয়েক বছর পূর্বে।